ময়র তক্ত ।

OR

THE PEA-COCK THRONI

Printed and Published by
Rajaram Bhuttacharjee
at Mukherjee Press,
BANKURA

১৮৯৪

annas

ময়ুর-তক্ত।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের তৃতীয় পুত্র খুরম (After wards সাজাহান) ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মৌ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি বিখ্যাত বিলাস-প্রিয়, সহোদর-বর্গ-নাশক, প্রতি-দ্বন্দ্বী [illegible], হিন্দু-দেবমন্দির বিধ্বস্তকারী ও প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে কীর্তিত আছেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সাজাহান অর্থাৎ পৃথিবীশ্বর (King of the world) নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও নানারূপ অলীক আমোদ প্রমোদ ও অনিষ্ট সঙ্কুল উৎসবে * রাজকোষের প্রভূত অর্থ নষ্ট করিতেন।

* সাজাহানের সময় দিল্লী ও লক্ষ্মৌ নগরীতে নানারূপ কৌতুহল জনক উৎসব হইত। ঐ সকল উৎসবে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নরপাল ও ওমরাওগণ উপস্থিত হইতেন। ইহাতে গায়ক, গায়িকা ও নর্তক, নর্তকী বৃন্দকে পুরস্কারের জন্য ও নানা প্রকার কৌতুকজনক দৃশ্যের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইত। উৎসবের অবসান কালে আমোদজনক এক প্রকার করি-যুদ্ধ হইত। করি-যুদ্ধের জন্য বাদসাহ ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট করী আনাইয়া যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন এবং উৎসবের সময় শিক্ষিত দল হইতে দুইটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও সমান বলশালী হস্তী নির্বাচন করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য রঙ্গভূমিতে আনয়

এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও তিনি একজন দক্ষ ন্যায়পরায়ণ ও পারদর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনিই সৌধমালা নির্ম্মাণ বিষয়ে মোগল সম্রাটগণের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং ইনিই ভারত-কোষের অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া মণি মুক্তা-প্রবাল-রত্নাদি-খচিত মমতাজমহল মতী মসজীদ, জুমা মসজীদ প্রভৃতি অসংখ্য সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহা হউক সাজাহান বাদসাহের চরিত্র বা তাঁহার সৌধমালা নির্ম্মাণ প্রণালীর সমালোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আমরা প্রসিদ্ধ ময়ূর তক্তের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব

সাজাহান বাদসাহের সাতটী রত্নময় সিংহাসন ছিল তন্মধ্যে একটী হীরক বিনির্ম্মিত ও অবশিষ্ট ছয়টী পদ্মরাগমণি পান্না ও মুক্তা-খচিত। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিংহাসনটী ও কিত

করাইতেন। অধিকাংশ সময়েই ঐ সকল উৎসবে ভয়ানক বিপদ ঘটিত হস্তী দ্বয়ের যুদ্ধের সময়েও মাহুত বেচারাদিগকে হস্তি-পৃষ্ঠে থাকিতে হইত আর দুই এক জনকে হস্তী দ্বয়ের ক্রোধ উৎপাদন জন্য তাহাদের পশ্চাৎভাগে খোঁচা মারিতে হইত কাজেই মাহুতেরা মারা পড়িত। এমন কি দর্শকগণের মধ্যেও অনেকেই হস্ত পদ দলিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন

প্রসিদ্ধ ভারত ভ্রমণকারী বার্নিয়র (Bernier) বলেন.

"I witnessed this exhibit'on, I owed my safety entirely to the goodness of my horse anb the exertions of my two servants."

See P 2ˉˉ of "Constable's oriental miscellany vol. I.

দীর্ঘ ও ৪ ফিট বিস্তৃত। উহা বাদসাহের বিচারাগারে স্থাপিত থাকিত। এই সিংহাসনের আকৃতির সহিত কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত চতুষ্পদ খট্টের অনেক সাদৃশ্য আছে। উহাতে চারিটী খুরা আছে; তন্মধ্যে দুইটী ২০ ইঞ্চি এবং অবশিষ্ট দুইটী ২৫ ইঞ্চি উচ্চ। ঐ চারিটী খুরার সহিত বাজু সংলগ্ন আছে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি। ঐ বাজুগুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং স্বর্ণের উপর হীরক, মুক্তা, চুণী, পান্না, নীল-কান্তমণি, পদ্মরাগমণি ও নানা বর্ণ রঞ্জিত বহু মূল্য প্রস্তর পরিপাটীরূপে সজ্জিত আছে। এবং একটী বাজুর উপর তিনটী করিয়া সূক্ষ্ম স্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে তিন ধারের নয়টী স্তম্ভের সহিত তিনটী চন্দ্রাতপ সংলগ্ন আছে। আর অবশিষ্ট ধার (বিচারালয়ের সম্মুখ ধার) বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য চন্দ্রাতপ শূন্য আছে। প্রত্যেক বাজুতে চতুষ্কোণ ভাবে চারিটী পান্না ও মধ্যে একটী চুণী প্রস্তর এবং চারিটী চুণী-প্রস্তর তন্মধ্যে একটী পান্না ক্রমান্বয়ে সুসজ্জিত হইয়া এক একটী চুণী ও পান্না এক একটী তারকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইরূপে অন্য ধারের বাজুতে চতুষ্কোণ ভাবে চারিটী জ্যোতির্ম্ময় পান্নার মধ্যে একটী পদ্মরাগমণি ও চারিটী জ্যোতিষ্মান পদ্মরাগ মণির মধ্যে একটী জ্যোতির্ম্ময় পান্না খচিত হইয়া তমোময়ী অমাবস্যা রজনীর বৃক্ষ পত্রাচ্ছাদিত খদ্যোতিকার ন্যায় শোভা বিকাশ পাইতেছে। এবং অবশিষ্ট বাজু দুইটীতে বৃত্তাকার ভাবে কেন্দ্র স্থলে চুণী-প্রস্তর ও পরিধি স্থল ক্রমান্বয়ে পান্না দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ঐ পার্শ্বের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

চুণী-প্রস্তর ও পান্নার ব্যবধান স্থান হীরকের দ্বারা আবৃত। প্রত্যেক হীরক প্রায় ওজনে ৪০ রতির ও উপর হইবে। সিংহাসনের কোন কোন অংশ মুক্তা-খচিত-সুবর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার একদিকে সিংহাসনে আরোহণ জন্য একটী অধিরোহণী আছে। সিংহাসনের উপবেশন স্থানে কতকগুলি উপাধান আছে। তন্মধ্যে পশ্চাৎ ভাগের উপাধান গুলি গোলাকার এবং পার্শ্বস্থ গুলি চতুষ্কোণাকার ও আকারে পশ্চাৎ ভাগের গুলি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার চতুর্দ্দিকে ঢাল, তরবার ধনুর্ব্বাণ, গদা ও অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্র লম্বমান দেখা যায়। প্রত্যেক অস্ত্র-কোশই বহু মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত।

এই সিংহাসনে যে কত প্রকার মণি, মুক্তা, প্রবাল ও বহুমূল্য প্রস্তর খচিত আছে তাহার প্রকৃত বিবরণ আমরা জানি না। ইয়ুরোপীয় আটটী ভ্রমণকারী বলেনঃ—" যে ইহাতে এক শত ১০৮ চুণী-প্রস্তর আছে তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতমের ওজন প্রায় ৪০০ ও বৃহত্তমের ওজন ৭০০ রতির ও উপর হইবে।" তাঁহারা আরও বলেন " যে পদ্মরাগমণির সংখ্যা চুণী-প্রস্তর অপেক্ষা আট ৮ অধিক তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতমের ওজন প্রায় ১২০ রতি ও বৃহত্তমের ওজন ১৮০ রতির ও উপর হইবে ইহা ব্যতীত হীরক, পদ্মরাগমণি নীলকান্তমণি ও নানা রঙ্গের মূল্যবান প্রস্তরও আছে।" তন্মধ্যে অধিকাংশ গুলিরই জ্যোতিষ্মান ও চিত্ত-চমৎকার জনক বর্ণ দর্শন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। *

* সম্রাট্ বাদসাহ সকল রত্ন নানাদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী চন্দ্রাতপের নিম্ন ভাগ হীরক ও মুক্তা খচিত এবং চতুষ্পার্শ্বে মাণিকের ঝালর আছে। এই চন্দ্রাতপের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ গুম্বজের উপর একটী কৃত্রিম ময়ূর দেখা যায় এই জন্যই ঐ সিংহাসনকে ময়ূর-সিংহাসন বা ময়ূর-তক্ত বলে। এই সুবর্ণময় ময়ূরের গাত্রে নানা বর্ণের প্রস্তর ও মণি মুক্তা খচিত আছে। উহার বক্ষঃস্থলের ঠিক মধ্য ভাগে একটী বৃহৎ পদ্মরাগমণি আছে এবং ঐ পদ্মরাগ মণির সহিত প্রায় ২০০ রতি ওজনের একটী গোলাকার মুক্তা সংলগ্ন আছে। ময়ূর-পুচ্ছ নীলকান্তমণি ও নানা বর্ণ রঞ্জিত মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত উহার দুই পার্শ্বে নানা-রত্ন-খচিত স্বর্ণময় দুইটী বৃহৎ পুষ্প-স্তবক আছে। ঐ তক্ত তাউসের গঠন এমনি চমৎকার যে বাদসাহ উহাতে উপবেশন করিবামাত্র ময়ূরের নৃত্যকালীন দৃশ্যের ন্যায় ঐ কৃত্রিম ময়ূরেরও দৃশ্য হইত এবং ময়ূর পুচ্ছের সমস্ত ভাগ ও সমস্ত মণি মুক্তা সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হইত। ঐ পুচ্ছে পান্না ও চুনী দ্বারা বেষ্টিত প্রায় ৩৫০ রতি ওজনের এক খণ্ড হীরক আছে ঐ হীরকই ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ময়ূর সিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুইটী আতপত্র ও চার হস্ত লম্বা কয়েকটী যষ্টি লাগান আছে তন্মধ্যে আতপত্রের বৃন্তদ্বয় ও যষ্টিগুলি মণি মুক্তা ও হীরকাদি নির্ম্মিত এবং আতপত্র দুইটীর উপরিভাগ বুট

ইহাতে Balass (চুণী প্রস্তর বিশেষ) নামে এক প্রকার রত্ন খচিত আছে তাহা তিনি অক্ষস (the upper oxus) নদীর তীরবর্ত্তী বদাক্সন (Badakhshon) রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশের শুক্তি হইতে আনয়ন করান।

দেওয়া সেহিত মর্ম্মর নির্ম্মিত ও চতুর্দ্দিকে হীরার ঝালর আছে। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মণিকারেরা স্থির করিয়াছেন যে সর্ব্বসমেত ঐ সিংহাসনের মূল্য প্রায় ১৬,০৫,০০,০০০ লিভর (livre) বা ১০,৭০,০০,০০,০০০ টাকা। *

কথিত আছে, মহাপরাক্রান্ত তাতার যুবক,—১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, যিনি সিন্ধু-তীরস্থ শস্যশ্যামল প্রদেশ সমূহে নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপনার বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন, যিনি জন কোলাহল-পূর্ণ দিল্লী নগরীকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং যিনি ভারত আক্রমণ কালে মিরাট নগরে ভীষণ হত্যা-কাণ্ড বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন—সেই দেব বিদ্বেষী, ভারত লুণ্ঠনকারী নিষ্ঠুরতার অবতার তৈমুরলঙ্গ এই ময়ূর তক্ত নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়া যান এবং তাঁহারই বংশধর বিলাস-প্রিয় যথেচ্ছাচারী, নীচমনা সাজাহানের দ্বারা উক্ত তক্ত নির্ম্মাণের অবসান হয়।

সেই বিলাস প্রিয় সাজাহানের বিলাসের সমস্ত সামগ্রীই বর্ত্তমান রহিয়াছে,—সেই মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও বিলাসের

* "As Dr. V. Ball has pointed out, there appears to be clerical error here. The figure should be 107,000,000, namely one thousand and seventy lakhs, which at ⅔ of rupee to the livre would be equal to 160,500,000 livres or £ 12,03[illegible]00 the rupee being 2s. 3d. and livre 1s. 6d."

লিভার—প্রায় আট আনা।

পরিচয় স্থল, মমতাজ মহল, সেই মতী-মসজিদ, সেই জুমা মসজীদ, সেই দেওয়ানীখাস এবং সেই মণি-মুক্তা-প্রবালাদি-খচিত ময়ূর-তক্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে—কিন্তু কই বিলাসপ্রিয় সাজাহান বাদসাহ ত নাই। কালের করাল কবলে ফকির ও বাদসাহের পার্থক্য নাই সেই সুধাভোক্ত দিল্লীশ্বরও যে ভাবে কাল কবলে পতিত হন, আর ভিক্ষাজীবী ফকীরও সেই ভাবে পতিত হইয়া থাকেন—

" কর যে ক'দিন পার বৃথা অহঙ্কার,
চরমে সমান মান তোমার আমার।
অধিরাজ কলেবর যাতে পরিণত,
দরিদ্রের দেহ-লয় নয় অন্য মত।

দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়।

সাজাহান বাদসাহ আপনার বিলাসোপযোগী এই রূপ নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে ভারত-রাজকোষের প্রভূত অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। তাই কবি ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে গাইলেন :—

আসমুদ্র হিমাচল, ছিল যার করতল,
প্রবল প্রতাপ সেই দিল্লীর ঈশ্বরে,
সাহাজাহা বাহাদুরি মানিল অন্তরে,
তোমার মূরতি গড়ি, তক্ত তাউসেতে চড়ি
একবার ভাবিল না কি ঘটিবে পরে
ময়ূরে কার্ত্তিক বিনা কে চড়িতে পারে?

"ন " ত ময়ূর"

ইহার পর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে শোভা-সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ দিল্লী নগরীতে দিনমণির উদয়াচল আরোহণ কাল হইতে অস্তাচল শিখরাশ্রয় কাল পর্য্যন্ত অগ্ন্যনল প্রজ্বলনকারী ও শস্যশ্যামল— ভারত ক্ষেত্রকে শ্মশান ভূমিতে পরিণতকারী, বিখ্যাত নর— পিশাচ নাদির সাহের হস্তে উহা পতিত হয়।

এই নাদির সার ভারত আক্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। তৈমুর ও মহম্মদ গজনবী ব্যতীত অন্য কেহই ভারতে এরূপ প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হয় নাই। নর-শোণিত-লিপ্সু নাদির কৃত ভারত আক্রমণের ইতিহাস পাঠ করিলে করিতে শরীর আতঙ্কে কম্পিত রক্ত ধমনীতে প্রবলবেগে প্রবাহিত ও অন্তঃকরণ দুঃখপরিপূর্ণ বিষাদানলে দগ্ধ হইতে থাকে। শোভাসমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ দিল্লী নগরীর ধ্বংস, কোটী কোটী নাগরিকের সুতীক্ষ্ণ অসি প্রহারে প্রাণ বিসর্জ্জন, অসংখ্য চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় হিন্দুকুমারীগণের যবন করে দাসত্ব বরণ, অস্ত্রানলপ্রজ্বলনকারী যবন হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন ভয়ে অসংখ্য নরনারীর শোভা সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ ভবন পরিত্যাগ ও অসহায় অবস্থায় বনে, প্রান্তরে ও মরুভূমিতে ভ্রমণ, ধনী লো-কগণের শত শত বৎসরাধিক বৎসরে সঞ্চিত গুপ্ত ধন লুণ্ঠন ও সেই লুণ্ঠিত ধনে এক দিনে এমন কি এক ঘণ্টায় দরিদ্র যুদ্ধ ব্যবসায়ী সামান্য সৈনিকের ও রাজা মহারাজ উপাধি গ্রহণ বৃত্তান্ত ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এক দিকে অপাঙ্গে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে অপর দিকে হৃদয়ে বিদ্বেষ ভাব উদিত হইয়া মোগলদৌরাত্ম্যের বিষয় চিন্তার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিহত হইতে থাকে।

নাদির কুলি খাঁ প্রথমে সামান্য লোক ছিলেন। আপন ক্ষমতা ও বুদ্ধি বলে পারস্যদেশের রাজা হইয়া পরে সমস্ত আফগানিস্থান জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি খোরাশানের এক মেষপালকের পুত্র। পারশ্যদেশে দরায়ুস ব্যতীত আর এমন বীর জন্মগ্রহণ করে নাই।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উন্নতি-ইচ্ছা ও যুদ্ধ-তৃষ্ণা প্রবলা ছিল। এই ইচ্ছা প্রভাবে তিনি অল্পকাল মধ্যেই আপনাকে প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তিনি আপন অসমসাহসিকতাগুণে প্রথমে কয়েক শত দস্যুর অধিপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া ক্রমে ধীশক্তি প্রভাবে অসংখ্য সেনার অধ্যক্ষ হইয়া নিজ জন্মভূমি পারস্যকে আফগানদিগের করকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। নাদির কুলি ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বহুকালাবধি ভারতবর্ষীয় রাজাগণ কাবুল ও পেশোয়ারের গিরিসঙ্কট রক্ষা করিবার জন্য ও বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার জন্য এক দল পার্ব্বত্য জাতিকে বার্ষিক বেতন প্রদান করিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই গোলযোগের সময় ভারতীয় নৃপতিগণ ঐ পার্ব্বত্য জাতির বেতন বন্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহারা ভারতবর্ষ আগমনেচ্ছু নাদিরকে ভারতদ্বারের অর্গল, অবাধে উন্মোচন করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। নাদির নৌকাযোগে সিন্ধু নদ পার হইয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতে রাজ্য স্থাপন করা ইঁহা

অভিপ্রায় ছিল না, লুণ্ঠন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য কথিত আছে যে তিনি নিজামের নিকট দুই কোটি টাকা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন স্বদেশীয় রাজার পরামর্শে তিনি তাহাতে বিরত হন। তৎপরে তিনি যমুনা নদীর নিকট যুদ্ধে নিজামের সৈন্যকে পরাস্ত করেন। সেই সময় দিল্লী নগরীতে নাদিরের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায়, নাগরিকেরা স্বকীয় বিদ্বেষ ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আক্রমণকারী মুসলমানদিগের উপর আক্রমণ করিয়া সহস্র সহস্র পারসীকের রক্তে আপনাদের বিদ্বেষ-পিপাসার তৃপ্তি করিয়াছিল। এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে এক বিষাদ-দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। ভ্রান্ত নাগরিকগণের এইরূপ পাষণ্ড আচরণে পারস্যাধিপতি ক্রোধান্ধ হইয়া কি দোষী কি নির্দ্দোষী সকলেরই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বয়ং দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সেই নগর বহ্নি ও অসি দ্বারা ছারখার করিয়াছিলেন, কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া হত্যা-কাণ্ডের-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, নর-শোণিতে বসুন্ধরা স্নাতা হইয়াছিলেন অন্যূন ৮,০০০ আট সহস্র নাগরিক তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, প্রাণ ভয়ে ভীত নগরবাসীগণ প্রান্তরে কাননে ও পর্ব্বত-কন্দরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুধা তৃষ্ণা, ও হিংস্র জন্তুর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, শোভা সমৃদ্ধি-পূর্ণ দিল্লী নগরী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। যে দিল্লী নগরী কল্য শোভা, সমৃদ্ধি ও আনন্দে জগতে [illegible] হইয়া নৃত্য করিতেছিল আজ তাহা মৃত-নর-

দেহ-পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; যে দিল্লী নগরী কল্য অসংখ্য গায়ক গায়িকার চিত্ত চমৎকারজনক সঙ্গীত ধ্বনিতে ধ্বনিত হইতেছিল আজ তাহা ক্রুরভাষী শৃগাল কুক্কুরের বিকটস্বরে শব্দিত ও তাহার প্রতিধ্বনি নগরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ধাবিত হইয়া ভীষণ দৃশ্যের পোষকতা করিতেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই অসম্ভব নাই একদিনের মধ্যে দিল্লী নগরীর কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হইল। যম কিঙ্কর সদৃশ সশস্ত্র পারশীক সৈন্যগণ নর-শোণিত স্রোতে দিল্লী-বক্ষে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে ছিল ও সকলেই লুণ্ঠিত দ্রব্য যথাসাধ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইরূপে প্রসিদ্ধ দিল্লী নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার পর প্রসিদ্ধ দিল্লী লুণ্ঠনকারী নাদির সা ৫৩ চুয়ান্ন দিন দিল্লীতে অবস্থিতি করিয়া প্রভূত অর্থ, অগণ্য মণিমুক্তা, অসংখ্য স্থপতি শিল্পী ও জগৎ বিখ্যাত ময়ূর-তক্ত বা তক্ত‍তাউস লইয়া স্বরাজ্য পারশ্যতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

ময়ূর তক্তের বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। ইহার পর বৃত্তান্ত জানিতে হইলে পারশ্য ইতিহাসের নাদির সা ও তাঁহার উত্তরাধিকারী আহম্মদ সা আবদালির (ইতিহাসে আহামদ সা দুরাণী নাম বিখ্যাত) বৃত্তান্তের বিবরণ জানা বিশেষ আবশ্যক।

আহাম্মদ সা নাদিরের অধীনস্থ একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। নাদির যে সময়ে দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করেন সেই সময় আহাম্মদ সা তাঁহার সহিত উপস্থিত থাকিয়া ঐ নগর লুণ্ঠ

সহযোগিতা করিয়াছিলেন। পরে তিনিও নাদিরের ন্যায় আপন বুদ্ধি বলে নাদিরের হত্যার পর আপনাকে পারশ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাদিরের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি, লুণ্ঠিত মণি মুক্তা ও ভূ-বিখ্যাত ময়ূর-তক্ত তাঁহার হস্তে পতিত হয়। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট-নাদিরের ন্যায় কয়েক বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ একক্ষণে ভারতের রাজা হইয়াছিলেন। দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র তীর হইতে উত্তরে হিমাচল ও সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিজয় বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, যে দেশে যাইত তথাকার সমস্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিত; তাহারা অধিক দিন যে স্থানে অবস্থান করিত, সেই স্থান প্রথমে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও পরে মরুভূমিতে পরিণত হইত। মহারাষ্ট্রীয়দের বিপ্লবকেই বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গাম" কহে; এবং ইহার নাম শুনিলে বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর হৃৎকম্প হইত।

ইহার পর ময়ূর-তক্তের বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল।

আহাম্মদ সার উত্তরাধিকারীগণ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল। ইহারা সর্ব্বদা গৃহ বিচ্ছেদে মত্ত থাকিত। পরে রাজ্য বিভাগ সময়ে ইহারা ময়ূর-তক্ত হইতে এক একটী করিয়া মণি, মুক্তা ও আর আর যত প্রকার বহু মূল্যের প্রস্তর ছিল তাহা উত্তোলন করিয়া আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে ময়ূর-তক্তের অবসান হয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতে

সকলি পরিবর্ত্তনের অধীন। কালের কবাল কবলে, ময়ূর-তক্তের স্থত্রপাতকারী পরাক্রান্ত তৈমুরলঙ্গ, ইহা নির্ম্মাণকারী বিলাস প্রিয় সাজাহান, ইহা লুণ্ঠনকারী নাদির সা ও তাহার উত্তরাধিকারী অহঙ্কারী আহাম্মদ এমন কি শেষে ময়ূর-তক্তও গ্রাসিত হইল; কিন্তু কই তাহাদের নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার, ও হিংস্রপ্রকৃতি ত জগতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কয়দিনের জন্ম সংসার? কয় দিনের জন্ম অহঙ্কার আজ যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে পদ-দলিত করিতেছ কিন্তু কল্য এমন দিন আসিতে পারে যে তোমাকে শৃগাল কুকুরেও পদাঘাত করিলে তুমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে না এ মাটির কলেবরে অহঙ্কার শোভা পায় না। কালের হস্তে—বিদ্যার অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কারই চূর্ণ হয়।

'মা কুরু ধন-জন-যৌবন গর্ব্বম্
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥'

-:--:--:--:--